পাঁচ মিনিটের পড়া

সাপ্তাহিক ই-বুলেটিন

শুক্রবার / জুলাই ১৫, ২০২২

উম্মাহঃ এক সম্প্রদায়

اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمۡ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمۡ فَاعۡبُدُوۡنِ

“তোমাদের এ উম্মাহ আসলে এক উম্মাহ। আর আমি তোমাদের রব। কাজেই তোমরা আমার ইবাদাত করো।“

আল আম্বিয়া: আয়াত ৯২

কুরআনে বিভিন্ন নবীদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেছে যে তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গা থেকে বার বার অবিচার এবং নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন এবং পরবর্তীতে আল্লাহই আবার তাদের সেই অবস্থা থেকে রক্ষা করেছেন। এবং প্রত্যেকের চরিত্র ও দাওয়াতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট নিয়ে আলোচনা করে কোরআন ঘোষণা করে যে রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) নতুন কোন দ্বীন বা ধর্ম নিয়ে আসেননি। সুতরাং, **পৃথিবীর মানব ইতিহাসের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সমস্ত নবী এবং তাদের অনুসারীরা একটি একক সম্প্রদায় গঠন করেছেন যেখানে আল্লাহ তাদের প্রভু এবং একমাত্র আল্লাহরই এবাদাত করা সেই সম্প্রদায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য ।**

আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র মালিক ও প্রভু এবং সকল সৃষ্টির সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌র ঈমানের মৌলিক ভিত্তি এবং সকল মুসলমান ও সেই সাথে মানবতার ঐক্যের মৌলিক উপাদান।

এটা হলো নবীদের সম্প্রদায়ঃ একটি একক সম্প্রদায়, একই বিশ্বাস ভাগ করে নেওয়া, একই পথের অনুসরণ করা, এবং এক আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসা।

সুতরাং দুনিয়াতে আমরা একক সম্প্রদায়, এবং জান্নাতে আমাদের এক আল্লাহ।

সুত্রঃ "The Quran: Annotated Interpretation in Modern English" - Ali Unal, p. 678 / "In The Shade of The Quran" - Sayyid Qutb, Vol. 12, p. 70/ ভাবানুবাদঃ ফাতেমা বিনতে আযাদ

অন্যের সাথে আচরণ

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ

"মুসলিম সেই যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। হিজরতকারী হল সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকলো।" (বুখারী)

এই হাদিসটি একজন মুসলিমকে কিভাবে একজন আদর্শ এবং মান-মস্পূর্ন মুসলিম হিসাবে জীবন পরিচালনা করতে হবে তা বলে দেয়। এইভাবে, আমাদের নবী (সঃ) প্রকৃত মুসলমানের গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন।

আমাদের রসূল (সাঃ) এখানে হাতের আগে জিহ্বার উল্লেখ করেছেন, কারন অপরের দুর্নাম, পরচর্চা এবং অপমান অন্য একজনকে শারীরিকভাবে আহত করার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করে। কেউ যদি অন্যকে মৌখিক ভাবে আক্রমন করা থেকে বিরত থাকতে পারে তবে শারীরিক আক্রমন করা থেকে বিরত থাকা আরো বেশি সহজ হয়ে যাবে। বিশেষ করে, শারীরিক সহিংসতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা সহজ কিন্ত পরচর্চা এবং অপবাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা অনেক কঠিন।

হিজরত মানে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজের পরিবার, বাড়ি, সম্পত্তি এবং জন্মভূমি ত্যাগ করার চেয়েও বেশি কিছু। হিজরতের পরে নিজেকে আরো মজবুত করতে যা করতে হবে তা হলো দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে নিজেকে সরিয়ে আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে নজর দিতে হবে। দুনিয়াবী আনন্দ উৎসব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আখেরাতের জন্য কল্যাণময় জীবন যাপন করতে হবেন। এবং দুনিয়ার স্বার্থ ত্যাগ করে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হতে হবে এবং আল্লাহমুখী হয়ে বাঁচতে হবে।

অতএব, আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা মেনে চলার সাথে একজন ভালো মুসলিম হওয়া এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

সুত্রঃ "The Messenger of God: Muhammad" - Fethullah Gulen, pp. 104-105 / *ভাবানুবাদঃ ফাতেমা বিনতে আযাদ*

ভালবাসা কি? একজন ব্যক্তির জীবনে যেভাবে এই ভালবাসার প্রকৃতি এবং গুরত্ব প্রতিফলিত হয় সেটা বোধহয় কোন ভাষা বা লিখায় বলে বোঝানো বা ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্ভব হবে না। আমরা যেভাবে বৈজ্ঞানিক কোন কিছুকে ফর্মূলা দিয়ে সত্য প্রমান করে থাকি, ভালবাসার গুরুত্ব সেভাবে ফর্মূলা দিয়ে প্রমান করা সম্ভব নয়।

তারপরও আমরা প্রত্যেকেই জানি ভালোবাসা কী এবং আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে এটা কতটা শক্তিশালী একটা শক্তি।

- ভালবাসা জীবনের অপ্রতিরোধ্য শক্তি।
- ভালবাসা আপনাকে মোহিত করে,
- ভালবাসা আপনাকে আঁকড়ে ধরে,
- ভালবাসা আপনাকে চালিত করে এবং
- আপনি এই ভালবাসার জন্য যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত।
- শুধু যদি ভালবাসা থাকে তাহলে পৃথিবীতে এমন কিছু নাই যা আপনার উপর চাপিয়ে দিতে হবে, কারন ভালবাসা না থাকলেই কেবলমাত্র চাপানোর কথা আসে।

ঈমান (বিশ্বাস) এমন একটি জিনিস যা তোমার হৃদয়ের গভীরে ঢুকাতে হবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে- অন্য যে কোন কিছু বা যে কোন ভালবাসার চাইতে অনেক বেশি।

যতক্ষন না পর্যন্ত আপনার ভালবাসা অন্য সব ভালবাসাকে পিছে ফেলে না আসতে পারছে ততোক্ষণ পর্যন্ত আপনি এ ভালবাসার শক্তি , এ ঈমানের ভালবাসাকে উপলব্ধি করতে পারবেন না।

আল্লাহর প্রতি এই ভালোবাসা গড়ে তোলার জন্য আমাদের অবসর নিতে হবে অথবা কোনো গুহায় নির্জনে বাস করতে হবে না।

এই ভালবাসা পেতে আপনাকে আমাদের আল্লাহর প্রতিনিধি (খলিফা) হিসেবে কাজ করতে হবে। আমরা রাস্তা, অফিস বা বাসা যেখানেই থাকি না কেন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি (খলিফা) হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রেরণা যোগায়। এই ভালবাসাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আল্লাহর বান্দা হিসাবে যখন যেখানে প্রয়োজন অকপটে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

আল্লাহর প্রতি ভালবাসা এমন এক ভালবাসা যেটা শুধুমাত্র আমাদের আল্লাহকে ভালবাসতে শেখায় না বরং আল্লাহর সৃষ্টি যতকিছু আছে সবকিছুকে ভালবাসতে শেখায়। আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা মানুষকে এবং তাদের প্রয়োজনের প্রতি যত্নশীল করে তুলতে সাহায্য করে।

সুত্রঃ "In the Early Hours" - Khurram Murad, pp. 63, 64/ *ভাবানুবাদঃ ফাতেমা বিনতে আযাদ*

আত্মার পরিশুদ্ধি

قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰىهَا

"**নিঃসন্দেহে সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তির নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে…**"

আশ শামস / আয়াত ৯

যখন দুনিয়াদারি হৃদয়ের কাছে পেশ করা হয়, হৃদয় হয় তা প্রত্যাখ্যান করে অথবা গ্রহণ করে। যদি এটি গ্রহণ করে, হৃদয় একটি স্পঞ্জের মতো হয়ে যায় এবং এটিকে শুষে নেয়। এখন, হৃদয় থেকে দুনিয়াদারি বের করতে হোলে স্পঞ্জ থেকে যে ভাবে কালি ঠিক সেই ভাবে বের করতে হবে। আর সে প্রক্রিয়াটি হোল বারবার হৃদয়ে চাপ দেওয়া- যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

ধৈর্য্য ধারন করুন. প্রতিটি চাপ ব্যাথা দিবে, কিন্তু এরপরও এই পরিস্কার চিরস্থায়ী নয়।

সফলতা আত্মার শুদ্ধিকরণ, যা সাহস এবং ধৈর্যের সাথে ব্যথা অনুভব করার ফলাফল।

সাফল্য একটি গন্তব্য নয়. এটা আমাদের জীবনের চ্যালেঞ্জকে নৈতিকভাবে মোকাবিলা করা। আপনার বাড়ির আকার বা আপনার বাচ্চার গ্রেড পয়েন্ট দ্বারা সাফল্য নির্ধারণ করা যায় না। এটি একটি অর্জন যা একমাত্র আল্লাহ্‌র মানদণ্ডে নির্ধারিত করা হবে। যদি আপনার প্রচেষ্টা আপনার হৃদয়কে ধুয়ে ফেলে তবেই আপনি সফল যদিও সমাজের চোখে আপনার জীবন একটি জগাখিচুড়ির জীবন। এবং যদি আপনার স্বাচ্ছন্দ্য আপনার হৃদয়কে সহানুভূতিহীন করে এবং আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলির প্রতি উদাসীন করে তবে আপনি সত্যিকারেই ব্যর্থ যদিও আপনার জীবন অন্য সকলের ঈর্ষার কারন।

সৃষ্টিকর্তা যেভাবে সাফল্যকে সংজ্ঞায়িত করেছেন সেভাবে জীবনের সাফল্যকে সংজ্ঞায়িত করুন। অন্তর শুদ্ধিকরণের (তাজকিয়া) দিকে নজর দিন, শুধুমাত্র জীবনের কষ্টগুললোর দিকে নয়।

সুত্রঃ Yasmin Mogahed- https://quranreflect.com/posts/14063 & Dalia Mogahed- https://quranreflect.com/posts/299 ভাবানুবাদঃ মাসুদ আলী

আপনি কি পড়তে ভালোবাসেন, কিন্তু জীবনের ব্যস্ততার কারনে আপনার পড়ার সময় নাই।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমাদের এই ই-মেইল সিরিজ

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’।

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ ই-মেইলের উদ্দেশ্যঃ

- **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী লেখকের সাথে পরিচয় করানো।**
- **ব্যস্ততাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধ থেকে চুম্বক কিছু অংশ সদস্যদের কাছে নিয়মিত পাঠানো যা পড়তে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না।**
- **এর মাধ্যমে, ইনশাল্লাহ, আপনি পরিচিত হবেন নতুন লেখক, তাদের বই ও লেখার সুত্রগুলোর সাথে।**

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ এই ইমেইলগুলো আশাকরি সকলের ভাল লাগবে।
আমাদের সাথে থাকুন!
ইমেইলগুলো ভাল লাগলে আপনার পরিচিতদের কাছে পাঠান এবং "পাঁচ মিনিটের পড়া" ই-মেইল গ্রুপে 'সাইন-আপ' করতে উৎসাহিত করুন।

'সাইন-আপ' ফরমের লিংকঃ

https://conta.cc/3L8sV0k

Probash-e-Publication / Sundorjibon.net
সার্বিক সম্পাদনায়ঃ মাসুদ আলী